সততার পুরস্কার

কিশোর সিরিজ পর্ব-৩

রচনা
দেওয়ান মোঃ আজিজুল ইসলাম
লেখক, অনুবাদক ও প্রাবন্ধিক
প্রফেসর ও প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান
দর্শন বিভাগ, এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, পাবনা
অবসরপ্রাপ্ত মেজর, বিটিএফ

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী™

সূচিপত্র

- নাস্তিক প্রফেসর—০৭
- নিরানব্বইয়ের প্যাঁচ-পাকে—১৮
- বণিক ও চার বৌয়ের গল্প—২৭
- বণিক ও তার ছেলের গল্প—৩৬
- বিচার কাকে বলে?—৪৬
- সততার পুরস্কার—৫৫

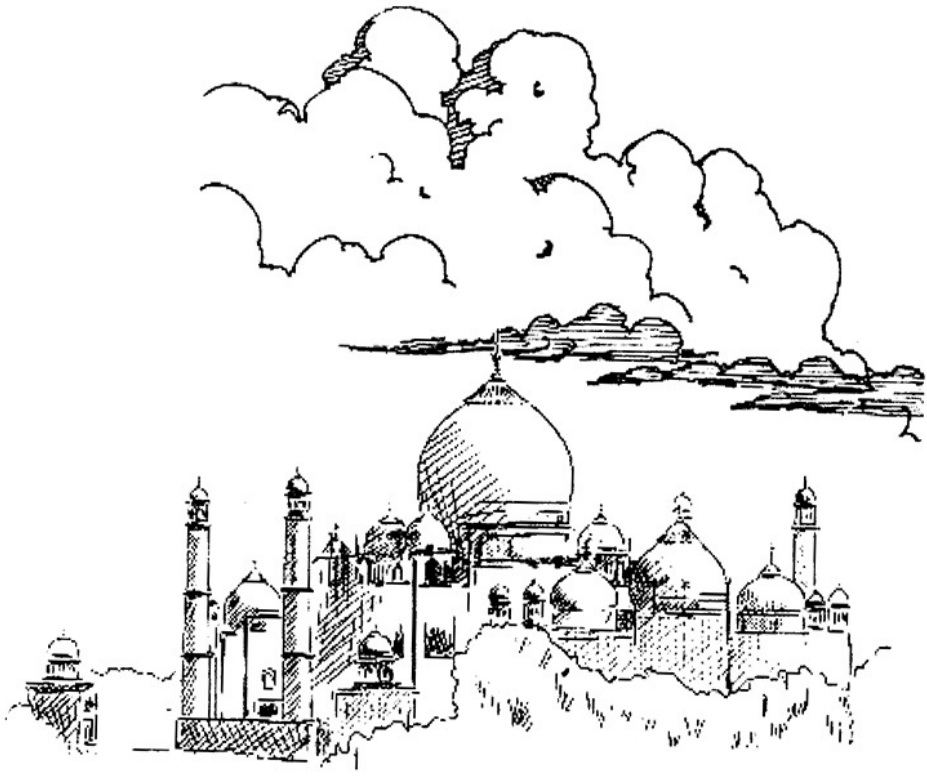

নিরানব্বইয়ের প্যাঁচ-পাকে

এক যে ছিল রাজা। বিখ্যাত সে রাজার ছিল হাতিশালে হাতি আর ঘোড়াশালে ঘোড়া। তার ধনরত্ন যে কত ছিল, তার হিসাব-নিকাশ নেই। তার ছিল সুন্দরী রানি। সুদর্শন রাজপুত্র। পরির মতো রাজকন্যা। এককথায়, রাজার যা যা থাকতে হয়, তার সবই ছিল; কিন্তু ছিল না শুধু একটি জিনিস;—কী জিনিস? তৃপ্তি;—তৃপ্তি ছিল না তার মনে, ছিল না সন্তুষ্টি। তিনি ছিলেন গুরুগম্ভীর প্রকৃতির। কেউ কখনো তার মুখে হাসি দেখেনি। তার কপালের ভুরুজোড়া সবসময় থাকত কোঁচকানো —যেন তিনি পৃথিবীর সবকিছুর ওপর মহাবিরক্ত। সবসময় তার মনে হতো, তার যেন কী নেই।

কী নেই, সেটা তিনি বুঝতে পারতেন না। ফলে যখনই সময় পেতেন রাজ-প্রাসাদের আনাচে-কানাচে তিনি খুঁজে ফিরতেন তার সেই অজানা, অদেখা বস্তুটাকে, যা পেলে তিনি তুষ্ট হবেন, তৃপ্তি পাবেন। এই অতৃপ্তির কথা তিনি উজির, নাজির, মন্ত্রী, কোটাল—সবাইকেই বলেছেন। কিন্তু কেউ রাজার মনের এ রোগ সারাতে পারেননি।

এভাবে দিনের পর দিন যায়, মাস আসে; মাস যায়, বছর আসে। বছর শেষ হয়ে নতুন বছর আসে; কিন্তু রাজার এই অতৃপ্তি কেন যেন শেষ হয় না। প্রতিদিন চলে এই অতৃপ্তি থেকে বাঁচতে অচেনা-অজানা-অদেখা বস্তু খোঁজার পালা।

হঠাৎ করে একদিন রাজার ঘুম একটু বেশি সকালে (ভোরে) ভাঙল। তিনি চোখ বুজে ঘুমাতে চাইলেন, কিন্তু ঘুম এল না। ছটফট করে কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে তিনি উঠে পড়লেন। রাজবাড়ি তখন সুনসান—নীরব। ঘুরতে ঘুরতে তিনি বাইরের মহলে চলে এলেন। পূর্বদিকে বাগানের পথে না গিয়ে অপর পাশে চাকর-বাকরদের আবাসনের দিকেই আনমনে চলতে লাগলেন...

একটি আনন্দমুখর হল্লা ভেসে এল তার কানে। চকিতে মুখ তুলে ভালো করে তাকাতেই তিনি দেখতে পেলেন, তার খাস কামরার খাদেম দুটো ছোট ছোট ছেলে-মেয়েকে নিয়ে খেলা করছে। আর কোনো কারণ ছাড়াই থেকে থেকে সে প্রাণ খুলে হো হো করে হেসে উঠছে। হাসিটা এত প্রাণবন্ত ও খোলামেলা যে, রাজা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। এত জীবন্ত হাসি মানুষ কেমন করে হাসতে পারে, সেটা রাজার বোধগম্য হলো না। বাচ্চারাও তার বাবার সঙ্গে হেসে হেসে খেলা

করছে। কিছুক্ষণ এই দৃশ্য দেখে রাজা নীরবেই ওখান থেকে চলে এলেন।

যথাসময়ে রাজদরবার বসল। চারদিক লোকজনে গমগম করছে। সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ রাজার সকালের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই একজন পাইক-পেয়াদাকে পাঠালেন তার খাস কামরার খাদেমকে ডেকে আনতে।

অসময়ে এই ডাকে খাদেম চমকে উঠল। খুব দ্রুত সে দরবারে এসে আনত সালাম করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ল। রাজা তখন সকালের দেখা ঘটনার কথা বলে জানতে চাইলেন, সে এমন প্রাণখোলা হাসি কেমন করে আর কীভাবে হাসতে পারে! রাজাকে সে বিনীতভাবে যা বলল তা সংক্ষেপে এরকম—

আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন, তাই নিয়েই সে সুখী। তার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরাও সে যেটুকু রোজগার করে, তাতেই সন্তুষ্ট। তার মনে কোনো অতৃপ্তি নেই এবং এজন্য তার কোনো দুঃখ-কষ্টও নেই। সে হাসি-খুশি, সুখী মানুষ।

তার কথা শোনার পর রাজা তাকে চলে যেতে বললেন। খাদেম চলে গেলে রাজা প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন, —এত কম সম্পদ নিয়ে কেমন করে সুখী হওয়া যায়? এ লোকের সম্পদ বাড়িয়ে দিয়ে কি একে আরও সুখী করা যায় না?

বিজ্ঞ মন্ত্রী বললেন,
—জাহাঁপনা, বেশি সম্পদ বেশি লোভের জন্ম দেয়, যা থেকে অতৃপ্তি আর অশান্তির জন্ম হয়।

রাজা এ কথা মানলেন না। বরং বললেন,

—অর্থ-সম্পদই সকল শক্তির উৎস, সকল সুখের মূলমন্ত্র। সুতরাং পৃথিবীতে যে যত বেশি ধন-সম্পদের মালিক, সে তত বেশি সুখ-শান্তির অধিকারী।

প্রধানমন্ত্রী একবার মনে মনে ভাবলেন, এ কথা না হয় বলেই ফেলি যে, রাজা নিজেই অনেক অনেক ধন-সম্পদের মালিক অথচ তার মনে সুখ-শান্তি কিছুই নেই। কিন্তু নিজের গর্দান যেতে পারে, এ ভয়ে তিনি মনে মনে তার কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য একটি বুদ্ধি আঁটলেন। তিনি বললেন,

—জাহাঁপনা, অনুমতি দিলে আমি আমার কথা—বেশি সম্পদ বেশি লোভের জন্ম দেয়, যা থেকে অতৃপ্তি আর অশান্তির জন্ম হয়—প্রমাণের জন্য চেষ্টা করতে পারি।

রাজা মন্ত্রীকে অনুমতি দিলেন। সম্মতি পেয়ে প্রধানমন্ত্রী 'নিরানব্বইয়ের প্যাঁচ-পাক'-এর ব্যবস্থা করতে প্রস্তুত হলেন। বিজ্ঞ মন্ত্রী রাজাকে বললেন, তার নিরানব্বইটি সোনার মোহর প্রয়োজন—এ বিষয়টি প্রমাণের জন্য। পুরো একশোটি নয়, বরং নিরানব্বইটি মোহরের কথা শুনে রাজা একটু অবাক হলেন; তারপরও তিনি রাজভাণ্ডার থেকে তখনই নিরানব্বইটি সোনার মোহর মন্ত্রীকে দিতে নির্দেশ দিলেন।

এরপর মন্ত্রীর কথামতো একটি কাপড়ের ব্যাগে মোহরগুলো ভরা হলো। পরে মোহরভর্তি সেই কাপড়ের ব্যাগ সন্ধ্যার একটু আগ আগ দিয়ে গোপনে ওই খাদেমের ঘরের দরজার কাছে রেখে আসা হলো। তবে এমনভাবে ব্যাগটা রাখা হলো, যেন সহজেই চোখে পড়ে।